বিরতি (Pause)

উৎসর্গ

যারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও গভীর ভাবে চিন্তা করতে পারে!

১

আমি এখন লিখতে বসব। তাই আমি বাসার অন্য ঘর থেকে হেঁটে আমার ঘরে আমার টেবিলের কাছে আসলাম। আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমার কলমটা পেলাম। খাতাটা খুললাম। কলমটা হাত দিয়ে ধরে উচু করলাম এবং লিখার জন্য কলমটা খাতার কাছে আনতে শুরু করার পর মুহূর্তেই সময় থেমে গেল। আমিও থেমে গেলাম। ঘড়ির কাঁটাও থেমে গেল। বাহির থেকে একজন মানুষ এসেছেন বাসার কলিংবেল হাত দিতে গিয়ে থেমে গেলেন, একটা ফুলদানি পড়ে যেতে গিয়ে আধপড়া অবস্থায় থেমে গেল, আকাশের বিমানটাও নড়ছে না। পৃথিবী ঘোরা বন্ধ করে দিয়েছে। সূর্য তার শক্তির বিকিরণ করা থামিয়ে দিয়েছে। পদার্থবিদ্যার কোন নিয়মই সচল নেই। কোনো ধরনের কোনো বল কাজ করছে না। সৌরজগৎ গ্যালাক্সির চারদিকে তার চলা বন্ধ করে দিয়েছে। মহাজাগতিক হাইড্রোজেনের ধুলো মহাকর্ষ বলের কারণে একটা নক্ষত্র তৈরীর জন্য ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল সেটাও থেমে গেছে। শক্তির সঞ্চালন বন্ধ হয়ে সকল শক্তি এক স্থানে স্থির হয়ে গেছে। পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও পৃথিবী সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের ভিতরে গিয়ে পড়ছে না। আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ছি না। প্রতিটি কণা, প্রতিটি বস্তুর, প্রতিটি তরঙ্গ যে যার স্থানে, যে যার অবস্থানে আছে সবাই সেই স্থানে স্থির হয়ে চুপচাপ আছে। বাতাসে যে শব্দ তরঙ্গটি উৎপন্ন হয়েছিল সেটিও একই স্থানে একই ভাবে অবস্থান করছে। মহাবিশ্বের সকল শক্তি এবং সকল বল তাদের কাজ থামিয়ে দিয়েছে। এখন যেহেতু সময় সামনের দিকেও যাচ্ছে না পিছনের দিকেও যাচ্ছে না, তাই কোনো কিছুরই বয়স বাড়ছে না, কমছেও না। সবাই স্থির হয়ে রয়েছে। এমনকি আমারও কোন বয়স বাড়ছে না। এক মুহূর্তও অতিবাহিত হয়নি। সময়ের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের একভাগের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের একভাগও অতিবাহিত হয়নি। কিন্তু সবকিছুই স্থির রয়েছে। আমি যেহেতু স্থির আমার সাপেক্ষে সময়ও স্থির। আবার সময়ের সাপেক্ষে আমরা সবাই স্থির। আর এই অবস্থা হাজার হাজার বছর ধরে বজায় থাকল। কিন্তু একমুহূর্তও অতিবাহিত হলো না! আশ্চর্য! আমি কোটি কোটি বছর ধরে হাতে কলম ধরে রয়েছি লিখার জন্য, কিন্তু আমি লিখলাম না। আমার বয়সও বাড়ল না। কারণ যে, এক মুহূর্তও তো অতিবাহিত হয়নি! সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তো স্থির! আশ্চর্য!! আশ্চর্য!!! আমি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে একই ভাবে বসে রয়েছি কিন্তু আমি টেরও পেলাম না। আমার চামড়াও কুচকালো না। আমি বৃদ্ধ হয়ে মারাও গেলাম না। আমার শরীরের ভেতরে রক্তও প্রবাহিত হলো না। এমনকি কোনো পরিবর্তনও হলো না। কারণ যে একটি মুহূর্তও তো অতিবাহিত হয়নি! সবকিছুই এভাবেই থাকল, আর থাকলো।

২.

একদিন কেউ বলে উঠল, “আরে, মুভিটা পজ করে ছিলে কেন? চালিয়ে দাও”। অতঃপর...

সময়ের চলা শুরু হল, আমিও লেখা শুরু করলাম। বাহিরে থেকে যে মানুষটা এসেছিল সে কলিংবেল দিল, বাতাসের কণায় কম্পন শুরু হল; শব্দটি আমার কানে আসলো। একটি মুহূর্ত, একটি সেকেন্ড অতিবাহিত হলো... পৃথিবী পুনরায় ঘুরতে শুরু করল... জগতের এন্ট্রপি বৃদ্ধি পেতে লাগল... মহাবিশ্বের বলসমুহ আবার কাজ করা শুরু করলো, বিশ্ব পরিক্রমা পুনরায় ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল...

"গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং উদ্ভট চিন্তাধারার বহিপ্রকাশ। যা ১৮ সালের কোন এক গভীর রাতে লেখাপড়ায় মন না বসায় উদয় হয়েছিল" 😀

©Abu Dozana Tahmid